যায়যায়দিন

তারিখ 25. JAN. 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

কারারক্ষী ও আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৪০

যাযাদি রিপোর্ট

রাজধানীর লালবাগ থানাধীন বকশীবাজার এলাকায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কারারক্ষী ও আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। মাঠ দখলের জের ধরে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় উভয় পক্ষের কমপক্ষে ৪০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও কারা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষের ফলে ওই এলাকার বিভিন্ন সড়কে প্রায় দুই ঘণ্টা সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ওদিকে পরীক্ষা পেছানো ও রুটিন পরিবর্তনের দাবিতে তেজগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্ররা সড়ক অবরোধ করে। গতকাল সকালে এসব ঘটনা ঘটে।

তেজগাঁওয়ে ছাত্রদের সড়ক অবরোধ

জানা গেছে, কারা সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল সকাল ৮টা থেকে কারারক্ষীদের মধ্যে ভলিবল, কাবাডিসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চলছিল। আলিয়া মাদ্রাসার কিছু ছাত্র সেখানে আসে ক্রিকেট খেলতে। তারা মাঠের এক পাশে ক্রিকেট খেলছিল। এ সময় ছাত্রদের ক্রিকেট খেলার বল কারারক্ষীদের দিকে যাওয়া নিয়ে প্রথমে উভয়পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে হাতাহাতি শুরু হলে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। একে অন্যকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ পৃ ১৫ >> ক ৪

কারারক্ষী ও আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করে। ছাত্ররাও কারারক্ষীদের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। সংঘর্ষ এক পর্যায়ে আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে লালবাগ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এ সময় পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ডিআইজি প্রিজন মেজর সামছুল হায়দার সিদ্দিকী খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান। বিক্ষুব্ধ মাদ্রাসা ছাত্ররা তখন আবারো ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে শুরু করলে আবারো সংঘর্ষ শুরু হয়। সকাল ১০টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ডিআইজি প্রিজন মেজর সামছুল হায়দার সিদ্দিকী জানিয়েছেন, কারারক্ষীরা ছাত্রাবাসে হামলা চালায়নি এবং কোনো ভাংচুর বা লুটপাটের ঘটনা ঘটায়নি। ছাত্রদের অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা। তবে উভয়পক্ষের মধ্যে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও সংঘর্ষ হয়েছে। তিনি বলেন, মাঠটি কারা কর্তৃপক্ষের। আদালত কারা কর্তৃপক্ষের পক্ষে রায় দেন। কারা কর্তৃপক্ষ সরকারি খাজনাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে। প্রতি বছরই এ মাঠে কারারক্ষীদের বার্ষিক ক্রীড়াসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এমনকি আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের অনুষ্ঠানের জন্য কারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে থাকে।

আলিয়া মাদ্রাসার আহত ছাত্র শফিকুল ইসলাম জানিয়েছে, কারারক্ষীরা ছাত্রদের মারধর করে মাঠ থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করে। কারারক্ষীদের মারধরে মাদ্রাসার কমপক্ষে ১৫ জন ছাত্র আহত হয়েছে। কারারক্ষীরা মাদ্রাসার শহীদ ইব্রাহিম আবাসিক হলে ঢুকে দোতলা ও নিচতলার ছয়টি কক্ষে ভাংচুর এবং লুটপাট করে। কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনসেট লুট করে। তছনছ করে আসবাবপত্র। আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মো. ইসলাম গনি জানিয়েছেন, ১৯৫৯ সালে আলিয়া মাদ্রাসা গণপূর্ত বিভাগের কাছ থেকে মাঠটি লিজ নেয়। পরে এ নিয়ে কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মামলা হয়। ২০০৭ সালে মামলার রায়ে মাঠটি পায় আলিয়া মাদ্রাসা। এ রায়ের বিপক্ষে কারা কর্তৃপক্ষ আর কোর্টে যায়নি। ফলে মাঠটি আলিয়া মাদ্রাসার সম্পত্তি।

এদিকে সংঘর্ষের ফলে বকশীবাজার ও আশপাশের এলাকার লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আটকা পড়ে পথচারীরা। বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাটসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়ে।

কারা সূত্রে জানা গেছে, আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের হামলায় ১৬ জন কারারক্ষী আহত হয়েছেন। তাদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও কারা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তারা হলেন সফিকুল, ইলিয়াস মিয়া, বিল্লাল হোসেন, উজ্জ্বল মিয়া, মাসুদ রানা, বরকতউল্লাহ, বাহাদুর আলী, ফারুক সিকদার, আতিকুর রহমান, আপেল মাহমুদ, মনির হোসেন, সোহাগ, ড্রাইভার এরশাদ, এনামুল, আসাদুজ্জামান ও জাহিদ ভূইয়া। মাদ্রাসার আহত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছে শরিফুল ইসলাম, অজিমুদ্দিন, শরীফ কায়সার, হাসান মাহমুদ, ইমরান ও রাসেল।

এদিকে পরীক্ষা পেছানো ও রুটিন পরিবর্তনের দাবিতে তেজগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্ররা গতকাল সড়ক অবরোধ করে। শিল্পাঞ্চল থানার ওসি শফিকুল ইসলাম সিকদার জানিয়েছেন, ১১ ফেব্রুয়ারি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার সময় নির্ধারিত ছিল। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা পেছানোর দাবি জানায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ দাবি মানেনি। এ কারণে ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী সকাল ১০টার দিকে ক্যাম্পাসে জড়ো হয় এবং মিছিল নিয়ে এসে রাস্তা অবরোধ করে। এ সময় সাতরাস্তা থেকে মহাখালীগামী সব যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। তবে কর্তৃপক্ষের আশ্বাস পেয়ে সাড়ে ১১টার দিকে ছাত্ররা রাস্তা থেকে অবরোধ তুলে নেয়।